27

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 JAN 1997
পৃঃ 2 কলাম ৮

নিষ্প্রাণভাবে শেষ হলো তৃতীয় ঢাকা বই মেলা

॥ মাহবুব মতিন ॥

অবশেষে শেষ হলো তৃতীয় ঢাকা বইমেলা। লেখক পাঠক-সমালোচকদের বহু আকাঙ্ক্ষার এ মেলা সকল আশা গুড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিষ্প্রাণভাবে শেষ হয়ে গেলো। রেখে গেলো হতাশা, নৈরাশ্য আর ক্ষোভ-নিন্দা।

বিজয় সরণি সংলগ্ন সামরিক জাদুঘর মাঠে হয়ে যাওয়া ২০ দিনের এ মেলা কিছুতেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। অমর একুশে বইমেলার পাশাপাশি একটি মিনি আন্তর্জাতিক বইমেলা দাঁড় করানোর লক্ষ্যে সরকারি-ভাবে এ মেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৯৪ সালে এ মেলার শুরু হয়। প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার ঢাকা বইমেলা দারুণভাবে জমে উঠলেও তৃতীয়বারের মাথায় মেলা পুরো নিষ্প্রাণ মেলায় পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের অবহেলা আর অনিয়মের ফলেই মেলা এ হতদরিদ্র। কেউ কেউ আয়োজক কর্মকর্তাদের রদবদলের দাবিজানিয়েছেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর এ বইমেলা শুরু হয়। ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত চলার কথা ছিল। পরে কোন এক কারণে মেলা দু'দিন বাড়ানো হয়। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রকাশকদের দাবির মুখে মেলা ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অথচ প্রকাশকরা বলছেন, মেলা দু'দিন বাড়ানোর ফলে তারা লাভবান হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছেন বেশি। শাকিল প্রকাশনীর একজন কর্মকর্তা জানান, গত ২রা জানুয়ারি তার বই বিক্রি হয়েছে মাত্র ৪৯৫ টাকা। অথচ স্টল একদিন খোলা রাখলেই ৫০০ টাকা খরচ হয়ে যায়।

শিখা প্রকাশনীর নজরুল ইসলাম বাহার, মাওলা ব্রাদার্সের আহমদ মাহমুদুল হক, সময় প্রকাশনের ফরিদ আহমেদ। কৃষ্টি প্রকাশের লুৎফর রহমান, র‍্যামন পাবলিশার্সের সৈয়দ রহমতউল্লাহ রাজন, জাগৃতির ফয়সাল আলম দীপনসহ প্রায় সকল প্রকাশকই এবারের মেলা সম্পর্কে হতাশ হয়েছেন। বিক্রির পরিমাণ কম ছিল। অব্যবস্থা ছিল। দর্শক সমাগম কম ছিল। তাদের মতে, এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। একে তো বছরের শেষ তার ওপর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেলার আয়োজন কিছুতেই সঠিক ছিল না। অন্যদিকে দর্শক আকর্ষণের জন্য মেলায় কোন জমাট সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, মেলার পর্যাপ্ত প্রচার হয়নি।

দিব্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী এবং কথা সাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাবেরও ঠিক একই সুরে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠক মাসের শেষ অর্ধে তেমন একটা বই কেনে না। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত মহলে বইয়ের পাঠক রয়েছে খুবই নগণ্য। স্বভাবতই এ মেলা বাজে মেলায় পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে কবি আল মাহমুদ, কবি আল মুজাহিদী বলেছেন, এ মেলার পরিবেশ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বাজে কোন আড্ডা নেই। বিশৃংখলা নেই। অত্যন্ত নির্মল পরিবেশের মেলা এটি।

দর্শকদের মধ্যেও পাওয়া গেছে বিপরীতমুখী মন্তব্য। নাখালপাড়ার ডেইজি, সুহিন ও শাহনাজ বলেছেন, এ মেলায় কোন বাজে গ্যাদারিং নেই। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এ মেলা। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী দিদার, ওয়াহিদ, মিঠু, শান্তা, জয়া বলেছেন, মেলা জমেনি। হিউজ গ্যাদারিং না হলে কি মেলা জমে?

এবারের মেলার বাজেট ছিল ৩৮ লাখ টাকা। স্টল ভাড়া বাবদ উঠে এসেছে প্রায় দশ লাখ টাকা। টিকিট বিক্রি বাবদ এসেছে ২ লাখ ৭২ হাজার ৯শ' ১৬ টাকা। প্রচার খাতে মেলার যে বাজেট ছিল তা পুরো ব্যয় হয়নি বলে জানা গেছে। টিভি বিজ্ঞাপন বাবদ বাজেট ছিল ৩ লাখ টাকা, বিজ্ঞাপন প্রচার হয়েছে নাকি মাত্র একদিন। পত্রিকা বিজ্ঞাপন বাবদ ছিল ৩০ হাজার টাকা। ব্যানার বাবদ ছিল ১০ হাজার টাকা। অথচ বাংলা মোটর আর শাহবাগের মোড়-এ দুটি পয়েন্টেই কেবল ব্যানার চোখে পড়ে। মেলা উপলক্ষে ব্রোশিওর হওয়ার কথা ছিল। হয়নি। তার বদলে 'বই' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা করা হয়েছে। ব্রোশিওর বাবদ বাজেট ছিল ৫০ হাজার টাকা। মেলা উপলক্ষে একটি গ্রন্থপঞ্জি হওয়ার কথা ছিল। মেলার প্রকাশিত নতুন বইয়ের তালিকা নিয়ে এ বই হওয়ার কথা। হয়নি। এ জন্য মেলায় বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রত্যেক প্রকাশকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। এবারের মেলায় বইয়ের স্টলের বরাদ্দ ছিল ১১২টি। অভিযোগ এসেছে, প্রচার বাবদ এবার প্রচুর টাকা সঠিকভাবে খরচ হয়নি।